নিবেদন

ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যময় দেশ। উত্তরবঙ্গকে বলা যায় সেই বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ। কেননা, উত্তরবঙ্গের ভূপ্রকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং এখানে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি, উপজাতির মানুষের এমন বৈচিত্র্য ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখা যায় না। একথা ঠিক যে, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক মানচিত্রে উত্তরবঙ্গ বলে আলাদা কোনো ভূখণ্ডের উল্লেখ না থাকলেও স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ব্রিটিশ আমল থেকে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিস্তৃত এলাকা উত্তরবঙ্গ বলে চিহ্নিত হয়ে আসছে। স্বাধীনতার পর দেশভাগজনিত কারণে সেই বৃহৎ উত্তরবঙ্গের এলাকাগত ব্যাপ্তি অনেকটাই কমে যায়। কেননা, এর বড় একটি অংশ আসাম, বিহার ও বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। উত্তরবঙ্গ বলতে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি (আলিপুরদুয়ার), কোচবিহার, দুই দিনাজপুর ও মালদহ জেলাকেই ধরা হয়। বর্তমানে সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে 'উত্তরবঙ্গ' এই স্বতন্ত্র অঞ্চল নির্দেশক শব্দটির বহুল প্রয়োগ হতে দেখা যায়। প্রচলিত এই ধারণার নিরিখে আমিও উত্তরবঙ্গের অধিবাসী। বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বিভিন্ন জাতির, ধর্মের, বর্ণের, ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থান, তাদের অনাড়ম্বর জীবনযাপন এই অঞ্চলকে ভালোলাগার অন্যতম কারণ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় বিভিন্ন ছুটি-ছটায় সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ঘুরেছি। সেই সময় থেকে বিশেষ করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এবং মহাশ্বেতা দেবীর কিছু কিছু উপন্যাস পড়ার পর আমার প্রায়ই মতে হতো, উত্তরবঙ্গের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি এবং এখানে বসবাসকারী সহজ-সরল অনাড়ম্বর মানুষ ও তাদের জীবনযাপন নিয়ে হয়তো তেমন উপন্যাস লেখা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে এক আলোচনা সভায় অমিয়ভূষণ মজুমদারের উত্তরবঙ্গ নিয়ে লেখালেখির কথা প্রথম শুনেছিলাম। তখন থেকে আমার অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখা গল্প-উপন্যাস পড়া শুরু। তারপর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক স্বর্গীয় সুবোধকুমার যশ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে 'অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের পটভূমি এবং পটবিধৃত মানুষ' এই শিরোনামে গবেষণা কর্ম শুরু করলেও স্যারের অকাল প্রয়াণে তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে আমার শিক্ষক ও বাংলা বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়ের

তত্ত্বাবধানে ও সুপরামর্শে গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রথমেই স্বর্গীয় অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার যশ মহাশয়ের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। বিভাগীয় অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয় যে সহৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন তা সশ্রদ্ধ চিত্তে আজীবন মনে রাখার মত। তাঁর সস্নেহ তত্ত্বাবধান ও সঠিক দিক নির্দেশ ব্যতীত একাজ প্রায় অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তিনি তাঁর মূল্যবান সময় দিয়ে গবেষণা পত্রের প্রয়োজনীয় অংশের পরিমার্জন ও সংশোধন করে আমার সীমিত জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময় সুচিন্তিত পরামর্শ দেওয়ার জন্য অধ্যাপক তপন মণ্ডল (অধ্যাপক, ডায়মণ্ড হার্বার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়), উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় অন্যান্য অধ্যাপক/অধ্যাপিকাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। প্রথম অমিয়ভূষণ-গবেষক শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ নাগের ঋণ কখনো ভোলার নয়, তাঁর সঙ্গে অমিয়ভূষণের উপন্যাস নিয়ে ক্ষণিকের আলোচনা আমাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়াও অনবরত খোঁজখবর নিয়ে গবেষণার কাজকে তরান্বিত করতে সাহায্য করেছেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আদিত্যকুমার লালা মহাশয়, তাঁকে আমার প্রণাম। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি প্রয়োজনীয় বইপত্র সংগ্রহে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে সময়ে অসময়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বন্ধু সোমেনকুমার রায় ও অধ্যাপক অসিত বিশ্বাস, তাদের দুজনকে ধন্যবাদ। স্ত্রী সুদীপ্তা রায় নীরবে সাংসারিক সমস্ত দায়িত্ব হাসিমুখে কাঁধে নিয়ে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছে তাঁকে এবং পুত্র অভিরূপকে আমার অন্তরের অকৃত্রিম ভালোবাসা জানাই। এছাড়া যাদের ত্যাগ ছাড়া এই কাজ কোনদিনই সম্ভব হতো না সেই সহৃদয় শ্বশুরমশাই ভবরঞ্জন রায় ও শাশুড়ি রেণুকা রায়কে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। সর্ব্বোপরি ভ্রাতৃপ্রতীম সুজিৎ রায় যেভাবে মুদ্রণ ও প্রুফ সংশোধন করে গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে অবয়ব দান করেছে তার জন্য তাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

রমাতোষ সরকার

তারিখ: ৮/০৫/১৬ গবেষকের স্বাক্ষর